যুগান্তর

তারিখ 05 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক রাজনীতি

নোংরা দলাদলি ও রেষারেষি বিপর্যস্ত শিক্ষা-গবেষণা

মুসতাক আহমদ ও মাহমুদুল হাসান নয়ন

বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দলাদলি ও রেষারেষি চরম আকার ধারণ করেছে। এমনকি কখনও দলীয় ফোরামে নিজেরা মারামারিতেও জড়িয়ে পড়ছেন। মূলত ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষক সরাসরি বিভিন্ন 'রঙ' (নীল, সাদা, গোলাপি) ধারণ করে ভিড়ছেন দলীয় রাজনীতিতে।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম। পদোন্নতির জন্য গবেষণা এবং উচ্চতর ডিগ্রি জরুরি হলেও রাজনীতি করলে এক্ষেত্রে কমবেশি প্রমার্জন মেলে। যে কারণে তরুণ শিক্ষকদের অনেকে গবেষণার চেয়ে 'নীল-সাদা'য় নাম লেখাতে বেশি আগ্রহী। আর নিজেদের নেতৃত্ব ধরে রাখতে এ সুযোগটি কাজে লাগান কিছু সিনিয়র শিক্ষক বা দলপতি। তারা জুনিয়রদের একরকম 'ক্যাডার' হিসেবে ব্যবহার করছেন। এতে সৃষ্টি হচ্ছে শিক্ষকদের নোংরা দলাদলি ও রেষারেষি। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে শিক্ষার্থীদের ওপরও। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব ও শিক্ষা কাঠামো।

> পদোন্নতি, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগসহ ছয়টি ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলই প্রধান লক্ষ্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, সিনিয়র শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপ করে পাওয়া গেছে উল্লিখিত সব তথ্য। তারা জানান, প্রধান ছয়টি ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ শিক্ষক রাজনীতিতে জড়াচ্ছেন। এগুলো হচ্ছে— প্রবেশপদে নিয়োগ, পদোন্নতি, বাসা বরাদ্দ, নিজের অথবা অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে নিয়োগ এবং সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ বাগিয়ে নেয়া।

তবে এটি শিক্ষক সমাজের সাধারণ চিত্র নয় বলেও মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

● জামাল উদ্দিনের ধাক্কায় পড়ে যান প্রক্টর ▶▶ পৃষ্ঠা ১৮